গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬০.২০২০- ৪২৬ | তারিখঃ২৯.১১.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মোঃ মমতাজ মজিদ (৪৩৫৭৪), মেডিকেল অফিসার (ইনডোর), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কালিয়া, নড়াইল-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ .....৮২../২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ মমতাজ মজিদ (৪৩৫৭৪), মেডিকেল অফিসার (ইনডোর), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কালিয়া, নড়াইল (প্রাক্তন ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরা) গত ০৯.১২.২০১৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু আপনি আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়কের পুনঃপুনঃ নির্দেশনা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট রোগীদের জখমি সনদ প্রদান করেননি;

যেহেতু জখমি সনদ ইস্যু না হওয়ায় আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকছে এবং জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে;

যেহেতু আপনার বিরুদ্ধে প্রায়শ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, বিলম্বে উপস্থিতি এবং ক্রমাগতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে অস্বীকৃতি ও অবহেলার অভিযোগ রয়েছে;

যেহেতু আপনার এহেন কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল। একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

29/11/2020

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডাঃ মোঃ মমতাজ মজিদ (৪৩৫৭৪)
মেডিকেল অফিসার (ইনডোর)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কালিয়া, নড়াইল।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-চালিতা বাড়িয়া, উপজেলা-শার্শা, জেলা-যশোর)

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৬০.২০২০- ৪২৬/১(১৩) | তারিখঃ ২৯.১১..২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার অনুরোধসহ)।
৪। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মোঃ মমতাজ মজিদ (৪৩৫৭৪), মেডিকেল অফিসার (ইনডোর), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কালিয়া, নড়াইল (প্রাক্তন ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, মাগুরা) গত ০৯.১২.২০১৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

আপনি আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল মাগুরা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়কের পুনঃপুনঃ নির্দেশনা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট রোগীদের জখমি সনদ প্রদান করেননি;

জখমি সনদ ইস্যু না হওয়ায় আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকছে এবং জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে;

আপনার বিরুদ্ধে প্রায়শ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা, বিলম্বে উপস্থিতি এবং ক্রমাগতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে অস্বীকৃতি ও অবহেলার অভিযোগ রয়েছে;

আপনার এহেন কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যক্রম দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৯.১১.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১৭.২০২০- ৪২৪ তারিখঃ ২৯. .১১.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (১২৮৯৯৬), মেডিকেল অফিসার, গগনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পত্নীতলা, নওগাঁ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ....২৫.../২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (১২৮৯৯৬), মেডিকেল অফিসার, গগনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পত্নীতলা, নওগাঁ গত ২৬.০২.২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু আপনার অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়টি সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা, তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৯.১১.২০২০
(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (১২৮৯৯৬)
মেডিকেল অফিসার
গগনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পত্নীতলা, নওগাঁ
(স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা- মোঃ এরশাদ আলী, গ্রাম-সাঁজুরিয়া, উপজেলা-বাঘমারা, জেলা-রাজশাহী)
নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১৭.২০২০- ৪২৪/১(১২) তারিখঃ ২৯.১১.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
২। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৪। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম (১২৮৯৯৬), মেডিকেল অফিসার, গগনপুর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পত্নীতলা, নওগাঁ গত ২৬.০২.২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

আপনার এহেন অননুমোদিত অনুপস্থিতি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলাও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়ন হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কর্মকান্ড দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৯.১১.২০২০

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব